মহামহোপাধ্যায়নাগেশভট্ট বিরচিতঃ

লঘুশব্দেন্দুশেখরঃ

(বৈয়াকরণসিদ্ধান্ত কৌমুদীসহিতঃ)

(সংজ্ঞা পরিভাষা প্রকরণদ্বয়)

বঙ্গভাষয়া 'গৌরী' ইত্যভিধেয়া

ব্যাখ্যয়া বিশদীকৃতা

ব্যাখ্যাকারঃ সম্পাদকশ্চ

ড. পঞ্চাননপণ্ডা-শাস্ত্রী

পাণিনি ব্যাকরণতীর্থঃ, পুরাণরত্নঃ

অধ্যাপক ঃ সংস্কৃত বিভাগঃ,

এগরা সারদাশশিভূষণ মহাবিদ্যালয়ঃ

এগরা, পূর্ব-মেদিনীপুরঃ

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

ভূমিকা

আচার্যপাণিনির ব্যাকরণ, ব্যাকরণ শাস্ত্রের সর্বমান্য এবং সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই ব্যাকরণের বর্তমান অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনধারা ত্রিবিধ বা ত্রিমুখী স্রোতরূপে প্রবাহিত হচ্ছে।

১) অষ্টাধ্যায়ী ক্রম

২) প্রক্রিয়া ক্রম

৩) দার্শনিক ক্রম

এই দার্শনিক ধারার অন্যতম আচার্য হলেন আচার্য নাগোজীভট্ট বা নাগেশ। ইঁহার উপনাম 'কল'—'ইতি শ্রীকালোপনামক শিবভট্টসুত সতীগর্ভজ নাগেশ ভট্ট বিরচিতে সিদ্ধান্ত কৌমুদী ব্যাখ্যানে শব্দেন্দু শেখরাখ্যে পূর্বার্ধং সমাপ্তম্'। ইনি মহারাষ্ট্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। পিতার নাম শিবভট্ট, মাত সতীদেবী। পিতামাতার পরমভক্ত, প্রতিটি গ্রন্থের আদি ও অন্তে মাতা পিতার নামোল্লেখ অবশ্যই করেছেন। দীর্ঘায়ুযুক্ত নাগেশের কাল ১৬৬০-১৭৬০ খ্রীঃ। এই দীর্ঘ-আয়ুষ্কালের সদুপযোগ করেছেন নিরন্তর সারস্বত সাধনার মাধ্যমে। প্রায় শতাধিক গ্রন্থের রচনা করেছেন ও টীকা ভাষ্যাদি করেছেন। নিরন্তর শাস্ত্রাভ্যাসে রত থাকার কারণে ইনি সন্তানোৎপত্তির চিন্তা করার সময় পাননি' বলে উল্লেখ করেছেন ড. জয়শংকরলাল ত্রিপাঠী তাঁর 'পরম লঘু মঞ্জুষা' গ্রন্থের ভূমিকায়। তাই পিতৃঋণ শোধ করার জন্য—

শব্দেন্দুশেখরং পুত্রং মঞ্জুষাং চৈব কন্যকাম্।
সমতৌ সম্যগুৎপাদ্য শিবয়োরর্পিতৌ ময়া।।—

লঘু মঞ্জুষার সমাপ্তি শ্লোক।

নাগেশের পুত্র 'শব্দেন্দুশেখর'। অষ্টাধ্যায়ীর প্রক্রিয়া গ্রন্থ হল সিদ্ধান্ত কৌমুদী যা ভট্টোজী দীক্ষিতকৃত। দীক্ষিত প্রৌঢ় মনোরমা নামে সিঃ কৌমুদীর একটি প্রৌঢ় টীকাও রচনা করেন। নাগেশভট্ট ঐ সিদ্ধান্ত কৌমুদীর ব্যাখ্যা রচনা করেন 'শব্দেন্দুশেখর' নাম দিয়ে যা অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা, যাকে বুঝতে হলে প্রৌঢ় মনোরমার জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

শেখরের ভাষা প্রত্যন্ত প্রৌঢ় এবং গভীর ভাবপূর্ণ। টীকা ভাষ্যাদি ছাড়া কোনমতেই উদ্ধার সম্ভব নয়। তাই এই গ্রন্থের যে সব টীকা বর্তমান প্রচলিত তাদের কয়েকটি হল—

১। নাগেশের প্রধান শিষ্য — বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডেকৃত—চিদস্থিমালা।

২। দণ্ডিভট্টের 'পরিষ্কার' পথ অনুবর্তনকারী অভিনব চন্দ্রিকা

৩। সদাশিবভট্ট — সদাশিবভট্টী

৪। রাঘবেন্দ্রাচার্য — বিষমপদবিবৃতি
৫। উদয়শংকর পাঠক— 'জ্যোৎস্না'
৬। ভৈরব মিশ্র—' ভৈরবী'
৭। নিত্যানন্দ পন্ত—'দীপক'
৮। গুরু প্রসাদ শাস্ত্রী—'বরবর্ণিনী'
৯। ব্রহ্মদত্ত দ্বিবেদী—'রাধিকা'। ইত্যাদি

শেখরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল—অল্পকথায় বহুভাব প্রকাশ করা। বিশেষ কিছু কিছু সূত্রে শেখর ব্যাখ্যা অত্যন্ত মনোগ্রাহী এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যেমন 'র' প্রত্যাহার, অন্যোন্যাশ্রয়, স্থানিবদাদেশ, সূত্র ব্যাখ্যা যেমন গম্ভীর এবং বিশদ যা অন্যত্র দুর্লভ।

শেখর গ্রন্থ না পড়লে ব্যাকরণ জ্ঞান হবে কিন্তু বৈয়াকরণ হতে হলে শেখরের স্বাদ গ্রহণ জরুরি। এ কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার গ্রন্থকে হজম করা নয়, আপন গরজেই যখন শেখর গ্রন্থ পাঠ হবে, তখন সেটাই হবে প্রকৃত শেখরানুশীলন।

শেখরের প্রত্যেকটি পংক্তির প্রসঙ্গ দিতে পারিনি, কারণ আরও গভীর অনুশীলন আবশ্যক। কালে সে ইচ্ছা পুরণ করার চেষ্টা করব। সেই সঙ্গে বেশ কিছু ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা আছে। বারান্তরে মোচন করা যাবে।

বিনয়াবনত
পঞ্চাননপণ্ডা।